দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 1-0-MAY-2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলি আতঙ্ক : সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন

মানুষের জীবনে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষারই বিবৃতিকরণ বললে অত্যুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে সরকারি হাইস্কুলগুলো সবিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারাদেশে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩১৭টি। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির কারণে ক্লাস ও সেকশনের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণে। কিন্তু শিক্ষক অবকাঠামো সেই বৃটিশ-পাকিস্তানি আমলেরই রয়ে গেছে। এরপরও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রত্যাশায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ দায়িত্বে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

পদোন্নতি, বড় ধরনের কোনো ঘটনা বা স্বেচ্ছায় বদলি না হলে শিক্ষকগণ সাধারণত একই বিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে থেকে যেতে পারতেন বহু বছর। এতে করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও পুরাতন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশক্রমে শিক্ষক সমন্বয়ের অজুহাতে সারাদেশে কয়েক শ' শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এতে করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সংবাদ মাধ্যমেও দেশের কোনো কোনো বিদ্যালয়ের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশৃংখল অবস্থাকে শৃংখলাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু শিক্ষক সমাজকে বদলি ও হয়রানি করা হচ্ছে। ডিজি অফিসে নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্য সংক্রান্ত ঘুষ-দুর্নীতি সম্পর্কে কারো অজানা নেই। কিছুদিন আগে ডিজি অফিসের দুই কর্মকর্তা যৌথ বাহিনীর হাতে ঘুষসহ ধরা পড়ে এখন জেল হাজতে। সময় এসেছে সর্বপ্রথমে ডিজি অফিসকে দুর্নীতিমুক্ত করার, ডিজি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুধুমাত্র চেয়ার পরিবর্তন না করে শিক্ষা বিভাগের অন্যত্র বদলি করার। জানা মতে, কোনো প্রকার সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নয় এমন দু'একজন বহিরাগত লোক ডিজি অফিসের বিভিন্ন নিয়োগ-বদলি বাণিজ্যে জড়িত। তাদেরকে সরকারি কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন।

যাই হোক সরকারি চাকরিতে বদলি অনস্বীকার্য। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দও সরকারি চাকরিজীবী। সরকারি বিধিবিধান অনুযায়ী দুর্ভাগ্যক্রমে তারা তৃতীয় শ্রেণীর চাকরিজীবী। অন্য চাকরিজীবীদের মতো সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার সাপেক্ষে তাদের বদলির বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক প্রভাষক।